জগন্নাথ দেবের অলৌকিক লীলা

ডঃ মধুসূদন কৃষ্ণ দাস

শ্রী জগন্নাথ দেব হলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৈভব প্রকাশ। এজন্য তিনি প্রয়োজনে ভক্তের ভাবগ্রাহী রূপও ধারণ করতে পারেন। আবার অনেক অলৌকিক লীলাও প্রকাশ করতে পারেন। তাঁর এরূপ অনেক লীলা থাকলেও নীচে আমরা কিছু লীলার কথা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম।

১. তালিছা মহাপাত্র এবং জগন্নাথদেবের অলৌকিক লীলা :
তালিছা মহাপাত্র নামে একজন ব্রাহ্মণ শ্রীজগন্নাথদেবের পূজারী ছিলেন। সবসময়ই জগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রা মহারানীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন।

উড়িষ্যার রাজা মন্দির দর্শনে আসলে তাঁকে সাধারণত জগন্নাথদেবের প্রসাদী মালা অর্পণ করা হতো। এই ছিল নিয়ম। একবার কোন কারণে বিগ্রহসমূহের গলায় ফুলের মালা না থাকায় রাজরোষের ভয়ে তালিছা মহাপাত্র নিজের গলার মালা জগন্নাথদেবকে পরিয়ে দেন। তারপর ঐ মালাই রাজার হাতে অর্পণ করেন। কিন্তু পরে ঐ মালায় একটি লম্বা চুল দেখতে পান। রাজা ভাবলেন, জগন্নাথদেবের মাথায় তো চুল নেই। এই পূজারী নিশ্চয়ই তার নিজের গলা থেকে মালা খুলে জগন্নাথদেবকে পরিয়ে তারপর সেটি আমাকে দিয়েছে। এই ভেবে তিনি তালিছা মহাপাত্রকে এর কারণ জানতে চাইলে মহাপাত্র নিজের প্রাণরক্ষার জন্য বললেন যে কিছুদিন ধরে জগন্নাথদেবের মাথায় নতুন করে চুল দেখা দিয়েছে। রাজা তখন তাঁকে বললেন, আগামীকাল সকালে তিনি মন্দিরে আসার পর মহাপাত্রকে এর প্রমাণ দিতে হবে।

তালিছা মহাপাত্র এরপর মন্দিরে ফিরে আসেন এবং জগন্নাথদেবের সেবা সমাপ্ত করার পর শ্রীজগন্নাথদেবের কাছে বিভিন্নভাবে কাতর প্রার্থনা করে তাঁর করুনা ভিক্ষা করতে থাকেন। এরপর বাড়ী ফিরে আসেন।

রাত্রে জগন্নাথদেব তাকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। বললেন, তুমি ভয় পেওনা। আমি তোমাকে রাজার হাত থেকে রক্ষা করবো। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় প্রদত্ত সেই অভয় বাণী শোনালেন : “ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি”। আরও বললেন, “আগামীকাল তুমি মন্দিরে যাবে এবং তখন দেখতে পাবে আমার মাথায় বহু চুল রয়েছে। সেই চুল রাজাকে দেখাতে পারবে। মহাপাত্র স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলেন। রাত্রি শেষ হওয়ার অনেক আগেই তিনি মন্দিরে পৌঁছলেন। দ্বার খুলে দেখলেন ভগবানের মাথায় অনেক লম্বা কালো চুল রয়েছে। প্রভুর কটিদেশ পর্য্যন্ত ঐ চুল বিস্তৃত। মহাপাত্র এই দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন। বুঝলেন তাকে রাজদণ্ড থেকে রক্ষাকরার জন্যই প্রভু এই অলৌকিক লীলা প্রকাশ করেছেন। তারপর ভোরে রাজা এসে প্রভুর চুল দেখতে চাইলে তিনি নির্ভীক ভাবে বললেন যে আপনি প্রভুর নিকটে যান। তাঁর মাথায় চুল রয়েছে কি না নিজেই দেখুন। এই রাজা ছিলেন কিছুটা নিষ্ঠুর এবং অবিশ্বাসী। তাই জগন্নাথদেবের সত্যিই চুল রয়েছে না কি এই চুল নকল তা পরীক্ষা করার জন্য কয়েকটি চুল টান দিলে জগন্নাথদেবের মাথা থেকে রক্ত পড়তে শুরু করে। রাজা ঐ দেখে অজ্ঞান হয়ে ভূমিতে পড়ে যান। চেতনা ফিরলে তিনি মহাপাত্রের পদপ্রান্তে পতিত হয়ে বার বার তার অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করতে থাকেন। মহাপাত্র রাজাকে উঠিয়ে বললেন, এসবই প্রভুর মহিমা, মহত্ব এবং লীলা মাত্র। এর পর আবার মহাপাত্র এবং রাজা আবার জগন্নাথদেবের পেছনে গেলেন। তখন প্রভুর মাথায় আর চুল দেখা গেল না। এভাবে জগন্নাথদেব এক্ষেত্রে রাজরোষ থেকে একান্ত ভক্তকে রক্ষা এবং তার পাশাপাশি রাজার অহংকার দূর করার জন্য তাঁর অলৌকিক লীলা প্রকাশ করলেন।

২. বালিগ্রাম দাসীয়া থেকে নারকেল এবং আমগ্রহণ:
ভগবান বলেছেন অনন্য ভক্তের ভক্তিকে আমি সবসময়ই অগ্রাধিকার দেই। অনন্য ভক্ত মনে মনেও কোন কিছু ভগবানকে নিবেদন করলে ভগবান তা সন্তুষ্ট চিত্তে তা গ্রহণ করেন। এমনকি অন্য কারোর মাধ্যমে কোন কিছু পাঠালেও ভগবান ভক্তের সন্তুষ্টির জন্য তা গ্রহণ করেন।

পুরীর কাছেই বালিগ্রাম নামক এক গ্রামে দাসিয়া বাউরী নামে একজন তথাকথিত নীচু শ্রেণীর উপজাতি বাস করতো। সে ছিল ভগবান জগন্নাথদেবের একজন পরম ভক্ত। তার ভক্তিতে প্রীত হয়ে জগন্নাথদেব একসময় তাকে বলেছিলেন যে

পুরীধামে গেলে যেন সে মন্দিরের নীলচক্র দর্শন করে। সেখানেই ভগবান নিজে আবির্ভুত হবেন এবং সে যাই নিবেদন করবে তাই ভগবান গ্রহণ করবেন।

একবার দাসিয়া বাউরী তার তৈরী একটি কাপড়ের বিনিময়ে একটি অতি সুন্দর নারকেল জগন্নাথদেবের জন্য সংগ্রহ করে। এরপর পুরীগামী একজন ব্রাহ্মণকে ঐ নারকেলটি দিয়ে তাকে অনুরোধ করে সে যেন তা জগন্নাথ মন্দিরের গরুড় স্তম্ভের পিছনে দাড়িয়ে থেকে দাসিয়া বাউরীর নাম করে ভগবানকে নিবেদন করেন। এই অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে ঐ ব্রাহ্মণ হেসে দেন। তারপর নারকেল গ্রহণ করে তিনি পুরীধামে চলে যান। সেখানে নিজে জগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে পূজার্চনা করলেন। তার কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে গরুড়স্তম্ভের পিছনে গিয়ে দাসিয়া বাউরীর দেয়া নারকেলটি জগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার জগন্নাথ দেব নিজের সিংহাসন থেকে তাঁর হাত বাড়িয়ে তৎক্ষণাৎ নারকেলটি গ্রহণ করলেন। এই অলৌকিক কান্ড দেখে ঐ ব্রাহ্মণ তখন অবাক হয়ে যান।

আর একবার প্রায় ৪০ টি খুব বড় ও সুমিষ্ট আম কিনে দাসিয়া পুরীধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। লক্ষ্য হলো সেগুলো জগন্নাথদেবকে নিবেদন। পান্ডারা ঐ আম নিজেরা নিয়ে জগন্নাথদেবকে নিবেদন করবে বলায় দাসিয়া পেছনে ফিরে আসে। এরপর সে নীলচক্রের দিকে তাকাল। সেখানে সে জগন্নাথদেবকে দর্শন করে আমগুলো একে একে তাঁকে নিবেদন করায় জগন্নাথদেব প্রীতি সহকারে সেগুলো গ্রহণ করে নেন। সব লোক দেখছিল কিভাবে দাসিয়ার হাত থেকে একের পর এক আম অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করায় দাসিয়া বলে যে সব আমই ভগবান ভোজন করেছেন মন্দিরের ভিতরে গিয়ে দেখ। পান্ডারা মন্দিরে ছুটে গিয়ে দেখলেন সেখানে আমের আঁটি ও খোসা চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। শ্রীজগন্নাথ দেবের এই অলৌকিক লীলা দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল।

৩. পুরীধামে শ্বেতগঙ্গা সৃষ্টির অলৌকিক কাহিনী:
পুটিয়া রাজ্যের রাজকন্যা শচীদেবী ছিলেন আজীবন কুমারী। তিনি একসময় পুরীধামে এসে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কুটীরের শালগ্রাম শিলার পূজার্চনায় নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ করেন। একবার মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে অনেকেই গঙ্গা-স্নানে যাওয়ার উদ্যোগী হন। কিন্তু ভগবানের সেবায় ব্যাঘাত হবে বিধায় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি যেতে পারলেন না। ভক্তের কষ্ট দেখে শ্রীজগন্নাথদেব রাত্রে তাঁকে স্বপ্নযোগে বললেন- গঙ্গাস্নানে যেতে পার নাই বলে দুঃখ করোনা। তুমি তোমার সাধনস্থলে থেকেই শ্বেতগঙ্গায় স্নান করতে পারবে। স্নানযাত্রার দিনই তোমার সঙ্গলোভে স্বয়ং গঙ্গাদেবীই শ্বেতগঙ্গায় আসবেন। জগন্নাথদেবের কথায় শচীদেবী রাত্রে শুভলগ্নে শ্বেত-গঙ্গায় অবগাহন করলেন। আর পরক্ষণেই গঙ্গার স্রোতে ভাসতে ভাসতে অলৌকিকভাবে জগন্নাথ মন্দিরের ভিতরে এসে পৌছলেন। আর দেখতে পেলেন সেখানে অনেক নীলাচলবাসী আনন্দে গঙ্গাস্নান করছেন। লোকের কোলাহল শুনে মন্দিরের পড়িছা-গণ দ্বার খুলে শচীদেবীকে দেখতে পেয়ে ভাবলেন, নিশ্চয়ই এই রমণী জগন্নাথদেবের ধনরত্ন চুরি করার জন্য মন্দিরে গোপনে প্রবেশ করেছে। এই ভেবে তারা শচীদেবীকে বন্দী করে রাখলেন। ঠিক ঐ সময় জগন্নাথদেব তৎকালীন রাজা মুকুন্দদেবকে স্বপ্নে জানান যে পরম ভক্তিমতি এই রমণীর গঙ্গাস্নানের জন্য তিনিই তাঁর চরণ থেকে গঙ্গাদেবীকে প্রকট করেছিলেন। একথা শুনে রাজার নির্দেশে শচীদেবীকে পড়িছারা মুক্ত করে দিয়ে তার কাছে বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করেন। ভক্ত যাতে ভগবৎ সেবা লাভে বঞ্চিত না হয় এবং পাশাপাশি যাতে সে গঙ্গাস্নানেও অংশ নিতে পারে তার জন্যই শ্রীজগন্নাথদেব এই লীলা একসময় পুরীধামে করেছিলেন।
৪. পুরীমঠের কূপে গঙ্গাদেবীর প্রবেশ:
একসময় পুরী গোস্বামী মঠে একটি কূপ ছিল। কিন্তু এর জল ছিল কাঁদাযুক্ত। তাই ব্যবহারের অনুপোযোগী ছিল। শ্রীমণ মহাপ্রভু জানতেন যে একসময় এই কূপের জল স্পর্শ করা মাত্র বালির জীব সব পাপ থেকে মুক্ত হবে। এই হেতু একদিন তিনি ঐ স্থানে আসেন। তারপর সমবেত ভক্তগণের সম্মুখে প্রেমানন্দে দুই হাত উপরে তুলে বললেন - “শ্রীজগন্নাথদেবের কাছে আমার প্রার্থনা শ্রীগঙ্গাদেবী এই কূপের মধ্যে প্রবিষ্ট হউন। শ্রীজগন্নাথদেবের আজ্ঞাবলে পাতালাস্থা ভগবতী গঙ্গা এই কূপে এখনই প্রবিষ্ট হউন।” এই কথা শুনেই সমবেত ভক্তগণ উচ্চস্বরে হরিধ্বনি দিতে থাকেন। কি আশ্চর্য! পরদিন সকাল হতেই ভক্তগণ সেখানে এসে দেখতে পেলেন যে ঐ কূপে আর কর্দমাক্ত জল নেই। সেটি সুনির্মল জলে টইটম্বুর হয়ে রয়েছে। এভাবে মহাপ্রভুর আহ্বানে কর্দমাক্ত কূপকে সুনির্মল জলপূর্ণ কূপে রূপান্তর করেন।